R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
যাবতীয় ফার্ণিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯২শ বর্ষ
১৫শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৭ই ভাদ্র, বুধবার, ১৪১২ সাল।
২৪শে আগষ্ট, ২০০৫ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

৩৪ নং জাতীয় সড়কে বল্লালপুরের সেতুটি আজও মুখ থুবড়ে পড়ে আছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ৩৪ নং জাতীয় সড়কে ফরাক্কার কাছে বল্লালপুরের সেতুটি আজও মেরামতের অভাবে অকেজো হয়ে পড়ে আছে। এর ফলে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে এই অঞ্চলের সড়ক পথে যোগাযোগে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। গত ফেব্রুয়ারী '০৫ থেকে ভাঙ্গা সেতুর উপর দিয়ে বিপদজনকভাবে ভারী যানবাহন চলাচল করতো। আমাদের সংবাদপত্রে বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নজরে আনার পর ঐ সেতুর উপর দিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং আগের মতো বল্লালপুরের পুরোনো রাস্তা ও রেল লাইনের উপর দিয়ে যানবাহন চলাচল শুরু হয়। রাস্তাটি সরু, দু'পাশে অবৈধ বাড়ী ঘর তৈরী হয়েছে। এর ফলে বিপরীত দিক থেকে আসা দুটি গাড়ী পারাপার করা মুস্কিল হয়ে পড়ে। তারপর আছে রেলগেটের ঝামেলা। ট্রেনের সময় রেলগেট বন্ধ থাকলে রাস্তার দু'দিকেই পড়ে যায় লরি, বাসের বিরাট লাইন। রাস্তা স্বাভাবিক হতে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় লেগে যায়। এর ফলে নিত্যযাত্রী, অফিস কর্মী বা রোগীদের দুর্ভোগের শেষ থাকে না। কয়েক মাস চলে গেলেও গুরুত্বপূর্ণ সেতুটি চালুর কোন উদ্যোগ নেই।

বিড়ি বাঁধায়ের বর্ধিত মজুরী সব এলাকায় কার্য্যকরী হচ্ছে না বলে এ্যাসোসিয়েশনের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ অরঙ্গাবাদ এবং ধুলিয়ান বিড়ি মার্চেন্টস এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জেলা শাসক মুর্শিদাবাদকে গত ৯ আগষ্টের লেখা চিঠিতে বিড়ি বাঁধাই মজুরী জেলাভিত্তিক সর্বত্র সমতা আনার কথা বলা হয়েছে। ৫ জুলাই ২০০৫ রাইটার্স বিল্ডিং-এ ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের সিদ্ধান্ত মতো ১ আগষ্ট ২০০৫ থেকে বিড়ি বাঁধায়ের বর্ধিত মজুরী কার্য্যকরী হবে বলে ঠিক হয়। ৩৭·৫০ পয়সা থেকে বেড়ে ৪২·০০ টাকা হয়। অর্থাৎ ৩·৮০ পয়সা হাজার বিড়ি প্রতি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মার্চেন্টস এ্যাসোসিয়েশনের বক্তব্য, 'মজুরীর ক্ষেত্রে জেলার সর্বত্র একই নিয়ম চালু হোক। সব কোম্পানী এক আইন মেনে চলুক।' অভিজ্ঞতা থেকে (শেষ পৃষ্ঠায়)

প্রণববাবু এলেন—কর্মীসভা করলেন—প্রতিশ্রুতি দিলেন—চলে গেলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুরের সাংসদ প্রণব মুখার্জী গত ২১ আগষ্ট সাগরদীঘি উচ্চ বিদ্যালয়ে এক কর্মী সভায় দলের কর্মীদের উদ্দেশ্যে দলাদলি উর্দ্ধে রেখে এলাকার উন্নয়নমূলক কাজে আত্মসমর্পণ করতে আহ্বান জানান। এই ব্লকের সাগরদীঘি, সেখদীঘি ও জিনদীঘিকে সংস্কার করে মৎস্য চাষে কিছু বেকারকে নিযুক্ত করা ও দীঘির জলকে কৃষি কাজে লাগানোর কথা বলেন। ভাগীরথী তীরবর্তী এলাকার ভাঙন রোধের ব্যাপারেও তিনি আলোচনা করেন। সাগরদীঘি পঞ্চায়েত দপ্তরের পাশে সরকারের দেড় বিঘা ফাঁকা জায়গার উপর একটি কলেজ নির্মাণেরও প্রস্তাব দেন। এর জন্য দু' কোটি টাকা তিনি মঞ্জুর করে দেবারও প্রতিশ্রুতি দেন। (শেষ পৃষ্ঠায়)

ছুটি উপভোগে অফিসার হাওয়া তাই উল্টোভাবে পতাকা উত্তোলন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ-১ চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তরে ১৫ আগষ্ট সকালে উল্টোভাবে জাতীয় পতাকা উড়তে দেখেন অনেকে। জানা যায়, টানা তিন দিনের ছুটি উপভোগ করতেই নাকি এস আই সাহেব তাঁর দপ্তরের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর ওপর পতাকা উত্তোলনের দায়িত্ব দিয়ে নিজের কর্তব্য শেষ করেন। ব্যাচারা কর্মচারী একটা কঞ্চির মাথায় জাতীয় পতাকাকে উল্টো করে ঢুকিয়ে দিয়ে অফিসের একটা জায়গায় বেঁধে রেখে অফিসারের হুকুম পালন করেন। ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে হলেও মহকুমা শাসক এই ধরনের কোন খবর জানেন না বলেন। পাশাপাশি তাঁর দপ্তরে ভালোভাবে পতাকা উত্তোলনের খবর দেন।

জহর নবোদয় বিদ্যালয় জঙ্গিপুর মহকুমায় হচ্ছে না

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে জহর নবোদয় বিদ্যালয় আগামী শিক্ষা বর্ষ থেকে সুতী-১ ব্লকের আহিরণে খোলার কথা শোনা গেলেও বাস্তবে স্কুলটি হচ্ছে না। এর জন্য দশ কোটি টাকা ও ফরাক্কা ব্যারেজের ফাঁকা জায়গা মঞ্জুরের কথা শোনা গিয়েছিল। মহকুমার প্রবীণ কংগ্রেস নেতা মহঃ সোহরাব জানান, 'রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার কারণেই স্কুলটি চালু হলো না। কোন জেলাই একটির বেশী নবোদয় স্কুল চালু নাই। মুর্শিদাবাদ জেলাতে গত বছর যেহেতু বহরমপুরে এই স্কুল চালু হয়েছে, সে কারণে জঙ্গিপুর মহকুমায় দ্বিতীয় স্কুল অনুমোদন পেলো না।'

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৭ই ভাদ্র, বুধবার, ১৪১২ সাল।

।। 'রোম বার্নস্, নীরো ফিড্‌ল্‌স্' ।।

রোম পুড়ে পুড়ুক, বীণাবাদন থামিবে না। এই মনোভাবের প্রেক্ষিতে সম্রাট নীরো রোমের সমূহ সর্বনাশ জ্ঞাত হইয়াও তাঁহার বীণায় হয়ত বা 'দীপক রাগ'-এর জ্বলন্ত রস উপভোগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া ছিলেন। কোন 'তানী' (তানসেন প্রেমিকা) থাকিলে হয়ত 'মল্লার'-এর অবতারণায় তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিত না। আমাদের পত্রিকার গত সংখ্যায় প্রকাশিত এক সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায় যে, গত ৯ আগষ্ট সন্ধ্যা ৫-৩০ টায় সাগরদীঘির বালিয়া গ্রাম হইতে জনৈকা আদরী বিবি প্রথম সন্তান প্রসবের জন্য জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক হায়দার নওয়াজের তত্ত্বাবধানে ভর্তি হন। সংবাদে প্রকাশ, ভর্তি হওয়ার কিছু পরে আদরী বিবির প্রসব যন্ত্রণা বাড়িলে তাঁহার স্বামী হকসাহেব সেখ ডাক্তারবাবুকে পরিস্থিতি জানাইতে যান। কিন্তু তিনি লাভ করিলেন ভর্ৎসনা। আদরীর মা সিস্টার রুমে গিয়া ডিউটিরত সিস্টারকে বলেন যে, বাচ্চার মাথা বাহির হইয়াছে। তিনি আকুলি-বিকুলি করিতে গিয়া ধাক্কা খাইলেন।

সময় বহিয়া যায়। যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া আদরী বিবি বেডের উপর অপরাপর রোগীদের সামনেই নিজেই তাঁহার বাচ্চাকে টানিয়া বাহির করেন। অনিবার্য ফল যাহা হইবার, হইল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সদ্যোজাত পুত্রসন্তানটি মারা যায়। উল্লেখিত ডাক্তারবাবু সেই সময় তাহার বাসায় টিভি দেখিতে ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া জানা যায়। জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের ডেলিভারী ওয়ার্ডে ডাক্তার, নার্স ও জি ডি এ-দের স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিবর্তে যে অমানবিক ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে দীর্ঘকাল, আমরা এই পত্রিকায় তাহা পূর্বে প্রকাশ করিয়াছি।

রাজ্য স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে নানাদিকে যাইতে হয়। একটি জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকিয়া তত্ত্বাবধান করা সম্ভবও নহে। তবে যে নির্দেশ তিনি প্রদান করিবেন, তাহা ঠিক-মত প্রতিপালিত হইল কিনা, তাহা দেখা বা জানা একান্ত দরকার।

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে আরও মহকুমা হাস-পাতাল আছে, আছে ডেলিভারী ওয়ার্ডও সেই সব জায়গায় যদি এইরূপ হতভাগিনী আদরী বিবির ভাগ্য যদি রোম পুড়িয়া যাওয়ার মত হয়, তবে আফশোষের সীমা থাকে না। ওয়ার্ক-কালচার কী, তাহা সম্ভবত আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। কতদিনে আমরা 'জাগরণে যায় বিভাবরী' শুনিয়া অন্তরে উদ্বোধিত হইব, তাহার আশায় আশায় আছি।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

পরিশ্রুত পানীয় জল প্রসঙ্গে

গত ১০ আগষ্ট '০৫ সংখ্যায় মৈত্র মহাশয়ের পত্রের প্রেক্ষিতে এই পত্র। লেখক আমার চিঠির প্রসঙ্গে 'অভিমান' শব্দটি ব্যবহার করেছেন—কিন্তু অভিমান করে কোন লাভ হয় কি? প্রশ্ন হচ্ছে জংগীপুর পুরসভার পূর্বপারের মানুষ 'পরিস্রুত পানীয় জলের' সুযোগ জল সরবরাহের প্রথম দিন থেকেই পেয়ে আসছেন, আর পশ্চিমপারের মানুষ '০৫ এর পৌর নির্বা-চনের প্রাক্ মুহূর্ত থেকে এই সুযোগ পেয়ে আসছেন। প্রশ্ন হচ্ছে জংগীপুর পৌরসভার পূর্বপারের মানুষ যদি 'ঘোলা জল' এবং 'অনিয়মিত সরবরাহ করা জল' পেয়ে থাকেন তবে তাঁরা প্রতিবাদ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করেননি? কেন ১২টি ওয়ার্ডের কোন মানুষের কন্ঠে প্রতিবাদের ভাষা ফুটে উঠেনি? মৈত্র মহাশয় তখনই মুখর হলেন যখন এ বিষয়ে প্রথম প্রতিবাদ প্রকাশিত হল, তাও পূর্বপারের নানা সমস্যার সাথে এ সমস্যাকে অন্তর্ভুক্ত করে। ঐ পত্রে আমার আরও কয়েকটি বিষয় জানার ছিল সেগুলি সম্বন্ধেও মৈত্র মহাশয় নীরব— (১) জল দিনে কতবার সরবরাহ করা হ'বে এবং কত সময় ধরে? (২) জলের উচ্চচাপ কেমন থাকবে? আর একটি কথা বলে এ প্রসঙ্গের যবনিকা টানছি। বর্ষাকাল বলেই আমরা 'ঘোলা জল' বুঝতে পারছি, কিন্তু বর্ষা শেষে গংগার জল যখন পরিষ্কার হয়ে যাবে তখন পাইপের মাধ্যমে 'জনস্বাস্থ্য কারিগরীকের' তরফে যে জল সরবরাহ হ'বে সেটি কি পরিস্রুত পানীয় জল, না 'পবিত্র গংগার' জল হিসাবে ঘরে ঘরে পূজিত হবে? সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এ বিষয়ে—কারণ ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায়।

সুকুমার সেন

১৪-৮-০৫ রঘুনাথগঞ্জ গোডাউন রোড

উন্নততর বামফ্রণ্টের নয়া মদ্য সংস্কৃতি

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা সময় ছিল পশ্চিমবাংলায় প্রগতি মানেই বামফ্রন্ট। ৬০-এর দশককে কল্লোলের যুগ বলা হত। তখন এঁরাই বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়ার কবি। এনার দাদামশাই চীনে চন্ডুর রপ্তানী করে যুবসমাজকে নেশাগ্রস্ত হতে সাহায্য করেছিলেন। কলম হাতে লেখক কবি বুদ্ধিজীবীরা ফ্রন্টে নেমেছিলেন। সৃষ্টি হয়েছিল ব্যারিকেডের মতো নাটক। সলিল রবীনদের 'ও আলোর পথযাত্রী' গানের হিন্দোলে জেগেছিল সেই সময়কার যুব-সমাজ। ছাত্র রাজনীতি (৩য় পৃষ্ঠায়)

দীক্ষা নেবো স্বাধীনতায়

মৃণালিনী দেবী

[১৯৮২ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর নেতাজী সুভাষের স্নেহধন্যা মৃণালিনী দেবী প্রয়াত হন। ঠিক তার একমাস আগে অংকুর সাহিত্য পত্রিকার (দেওয়াল) সম্পাদক স্মরণ দত্ত তাঁর কাছে স্বাধীনতা সংখ্যার জন্য একটি লেখার অনুরোধ করলে সেই অশীতিপর বৃদ্ধা রক্ত চক্ষু নিয়ে বলেছিলেন 'তোরা দেশটাকে স্বাধীন বলিস্'? সেদিন তিনি মুখে মুখে প্রতিবেদককে এই কবিতাটি বলেছিলেন। সম্ভবতঃ এটিই তাঁর জীবনের শেষ কবিতা]

আমরা শুধুই স্বপ্ন দেখেছিলাম
স্বাধীন আমরা হইনি
মুষ্টিমেয়োর স্বাধীনতা (আমরা)
জনগণ তো পাইনি।
অন্নহারা, বস্ত্রহারা
এই কি তোদের স্বাধীন ধারা?
পরদেশী এই মোহের বাঁধন
কাট্‌বে মোদের কবে?
ওরে তরুণ, ওরে কিশোর
জাগবি তোরা যবে।
জাগবি তোরা ঝড়ের মতন
উন্মাদ নর্ত্তনে—
নৃত্যে তোদের ঝলসে উঠুক
সাধারণের মনে দাবাগ্নির শিখা
তোদের সাথে আমরাও নি দারুণ
অগ্নিদীক্ষা—
সেই আগুনে ভস্ম করে
পরদেশী বাঁধন........
উঠরে জেগে রুদ্র তেজে
সূর্যের মতন।
স্বপ্ন মোদের সত্য করে
জয় করে আন্ স্বাধীনতা
লাঞ্ছিতা স্বদেশ মোদের
আবার হবে সর্ব সম্মানিতা।

নব্য মদ্য সংস্কৃতি (২য় পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ছাড়িয়ে গ্রামে গ্রামে কৃষক মজুরদের প্রতিবাদের ভাষা তৈরী করেছিল। ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হতে পারত এমন স্কলাররা নক্শাল রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। থরথর করে পরিবর্তনের আশায় কাঁপছিল উত্তর পূর্ব ভারত। নিঝ'রের স্বপ্নভঙ্গের মতো হিংস্রতার রাজনীতি মানুষকে দিগভ্রান্ত করেছিল। গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার পরিকাঠামোয় নক্শাল, কংশালের হঠকারিতার রাজনীতির সুযোগে বামফ্রন্ট লালদুর্গ গড়ে তুলেছিল। কৃষক, যুব, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী সবাই একমত —সুস্থ যুবসমাজ চাই তবেই বিপ্লব হবে। এরপর দীর্ঘ ২৭ বছরের রাজনীতিতে গঙ্গা নদীর জল অনেকটাই গড়িয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর ঐতিহাসিক ভুল হজম করতে না করতেই উন্নততর বামফ্রন্ট তৈরীর ডাকে সামিল মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নব্য সংস্কৃতির মুকুটে আর একটি পালক বুদ্ধি পেল তা হ'ল বিলিতি ও দেশি মদের ঢালাও লাইসেন্স। ঘরে ঘরে পাড়ায় পাড়ায় মদ এখন মাদার ডেয়ারীর দুধের মতো পাওয়া যাবে। এ কোন চেতনা সমন্বিত যুবসমাজের পথপ্রদর্শক সরকার! তাঁরাই বলেন—শিক্ষা চেতনা আনে, চেতনা বিপ্লব ঘটায়। কিন্তু অবাক হয়ে উন্নত বাম জমানায় দেখলাম মদের ছিটে থেকে মনীষীরাও বাদ পড়লেন না। শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে নিজের দেশকে জানার জন্য মনীষীর জীবনী পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ দিলেন সরকার। এতেই ক্ষ্যান্ত হলেন না। বিদ্যাসাগর ভবন, রবীন্দ্রসদন সব জায়গা থেকেই মদের ঢালাও লাইসেন্স দেওয়া হ'ল। মনীষীদের নামাঙ্কিত ভবন এভাবে কলুষিত করা হলো। এক্সাইজ বিভাগের টাকায় সরকার চলে, হাসপাতাল চলে। তা বলে মাতাল করে দেশ চলার থেকে থেমে যাওয়া বোধহয় অনেক ভাল।

স্মৃখর অতীত

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মালদহে আজকের সভাধিপতি গৌতমদা সেদিন বরকতের যাবতীয় নষ্টামীর প্রতিবাদী যুবক, রায়গঞ্জের শিলাদিত্য, মিঠুদা (দেবপ্রসাদ রায়), তিলক থেকে শুরু করে হুগলীর জীবন, নদীয়ার ষষ্ঠি, বীরভূমের জীবন মুখার্জী, কোলকাতায় সৌগত-কুমুদ-সুব্রতর নেতৃত্বে সমুদ্রের ঢেউ-এর মত ফেটে পড়লাম আমরা। গণরোষে নিহত হল গাইঘাটার চরিত্রহীন এম, এল, এ। সিদ্ধার্থ রায়কে বলা হল এই আত্মঘাতী রাজনীতি বন্ধ না করলে কলাগাছ পুঁতে শাঁখ বাজিয়ে সি, পি, এমকে রাইটার্সে বসানো হবে, কেউ রুখতে পারবে না। হ'লও তাই। প্রিয় দাসমুন্সী আমাকে চিঠি লিখে সান্ত্বনা দিলেন। সুব্রতদা দু'বার টেলিগ্রাম করে ডেকে পাঠালেন এই জেলায় কি করা যায় আলোচনার জন্য। কুমুদদাও জ্ঞান দিয়ে চিঠি দিলেন। ওগুলো এখন মাঝে মধ্যে ওল্টে পাল্টে দেখি আর হাসি। কিন্তু তখন সত্তর দশকের সেই মায়াকাজল আর চোখে লেগে নেই। অবিরত অত্যাচারে মানুষ সরে যাচ্ছে, সমাজবিরোধীরা ডানা মেলছে নেতাদের পাশে। সেদিন দেখে-ছিলাম কত লাঞ্ছনা আর বঞ্চনার মধ্যে একটা দলের যুবশক্তি শেষ হয়ে যাচ্ছে। একদিন খবর এল রাতে নাকি আমার বাড়ী রেইড হবে। সন্ধ্যায় শ্রদ্ধেয় স্বর্গতঃ ভবানী হাজরা খবর দিলেন "কাঠের অমুকের তাকে বই-এর ফাঁকে অমুক আছে—এখুনি ফেলে দিতে বল চিত্তকে, পুলিশ তৈরী হচ্ছে।" সঙ্গে সঙ্গে যা ছিল নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়ে এলাম এক জায়গায়। যথারীতি পুলিশ এলো। ও সি শ্রীকেশ মণ্ডল, সঙ্গে ধনাই ডাক্তার আর পরমেশ পান্ডে। ওঁরা কাগজে সই করলেন, সার্চ হল না। চা খেতে খেতে কাগজ লেখা হয়েছিল 'কিছুই পাওয়া গেল না'। দর্পহারী ভগবান হিতাকাঙ্খীদের জুটিয়ে দিয়ে পদে পদে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন।

মহিলাদের উপর অত্যাচার করার জন্য আমাদেরকে দিয়ে কাঁটাখালির কুখ্যাত ডাকাত পিন্টু সেখকে তুলে আনা হয়। পরে সেই নেতারাই ঐ মামলায় মিসা করিয়ে আমাদের ধরানোর ভালে ছিল। আবার পরের বছর তাকে ওরাই নির্মমভাবে হত্যা করলো। সাত্তারের ভাই সিরাজ উকিল তখন সব বুঝে-ছিলেন। মাতাল ছিলেন বলে সাত্তার সাহেব ওকে পাত্তা দিত না। কিন্তু ন্যায্যবাদী ছিলেন মানুষটা। আমাকে পূর্ণ সমর্থন করেছিলেন। তাঁরই সহায়তায় জঙ্গিপুরের পৌর এলাকায় অর্থাৎ বাঁধেরধার হতে মহম্মদপুর গ্রামে জয়নাল মাষ্টার, গাফ্ফার দা, নিয়ামত, এমাজ ডিলার, সিরাজ মহাজনদের নেতৃত্বে বিশাল জনগণ আমাদের সমর্থক ছিলেন। এর ফলে আমাকে 'সাম্প্রদায়িক' বানানোর কৌশল চুপসে যায়। (চলবে)

প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ সাধনে রাজ্য সরকারের পদক্ষেপ

* যে সব বিদ্যালয় সরকারি অনুদান পাচ্ছে তাদের শতকরা ৩ ভাগ আসন প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে। (পারসনস্ উইথ ডিসঅ্যাবিলিটি অ্যাক্ট, ১৯৯৫-এর ৩৯ নং ধারা)

* জেলা ও মহকুমা সদরগুলিতে প্রতিবন্ধীদের শংসাপত্র প্রদানের জন্য চিকিৎসা পর্ষদগুলির কাজ করে চলেছে। কলকাতায় এ ধরনের শংসাপত্র চারটি চিকিৎসা শিক্ষা প্রদানকারী হাসপাতাল প্রদান করে। (ঐ আইনের অধীন রুলস, ১৯৯৯)

* জেলাগুলিতে জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিক। আই, সি, ডি, এস-এর সুসংহতশিশু বিকাশ প্রকল্পের আধিকারিকগণ এবং কলকাতায় ৪৫, গনেশচন্দ্র এভিন্যু, কলকাতা-১৩ তে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের সহ-কমিশনার (প্রতিবন্ধকতা) প্রতিবন্ধীদের জন্য পরিচয়পত্র প্রদান করেন। (ঐ আইনের অধীন রুলস, ১৯৯৯)

* সমস্ত সরকারি কার্যালয়ে প্রতিবন্ধীদের জন্য শতকরা ৩ ভাগ পদ সংরক্ষিত রয়েছে।
(ঐ আইনের ৩৩ নং ধারা)

* প্রতিটি কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের সঙ্গে বিশেষ কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রতিবন্ধী বেকারগণ তাদের নাম সেখানে নথিভুক্ত করতে পারেন।
(ঐ আইন-এর ৩৪ নং ধারা)

* যে সব নিয়োগকর্তা তার মোট কর্মী সংখ্যার শতকরা ৫ ভাগ প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ দেবেন তাদের রাজ্য সরকার প্রোৎসাহ দান করবে। (ঐ আইনের ৪১ নং ধারা)

* সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি বাসে প্রতিবন্ধী যাত্রীদের জন্য একটি করে আসন সংরক্ষিত রয়েছে।

॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥

স্মারক নং ৫৩৬ (২১) তথ্য / মুর্শিঃ : তাং ১০-৮-০৫

নানা অনুষ্ঠানে স্বাধীনতা দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা : ১৫ আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসে জঙ্গিপুর শহরে ১০ নং ওয়ার্ড শিক্ষা কমিটির সম্পাদক দেবাশিস্ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ট্যাবলো সহযোগে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে। ২৬ নং জঙ্গিপুর টাউন ক্লাব প্রাঃ বিদ্যালয়, ১৪ নং মির্জাপাড়া বালিকা প্রাঃ বিদ্যালয়, ২৯ নং হরিজন কলোনী প্রাঃ বিদ্যালয় ও ৮ নং শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের প্রায় চারশো ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই পদযাত্রায় অংশ নেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন পৌরপিতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। তিনি সংক্ষিপ্ত ভাষণে এই মহতী প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করেন। শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন ১০ নং ওয়ার্ডের কাউনসিলার ইস্তেকাব আলম। স্থানীয় কংগ্রেস ভবনে পতাকা উত্তোলনের পর জঙ্গিপুর হাসপাতালে রোগীদের ফল বিতরণ করেন নেতারা। সাগরদীঘি থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার মোহাইনুল হক সাগরদীঘি নাগরিক উন্নয়ন মঞ্চের সহযোগিতায় স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করেন। পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের পর পুলিশ প্যারেড হয়। বক্তব্য রাখেন, উন্নয়ন মঞ্চের সভাপতি লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কমলারঞ্জন প্রামাণিক, থানা অফিসার প্রমুখ। সাগরদীঘি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিক্ষক মন্ডলী এন সি সি ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে প্রভাতফেরী ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। বিজয় সরস্বতী ক্লাব মনিগ্রাম পঞ্চায়েত অফিস থেকে সাগরদীঘি রোড রেস করে। বিজয়ীদের পুরস্কার দেওয়া হয়। সাগরদীঘি ব্যবসায়ী সমিতি, মনিগ্রাম কিশোর সংঘ ক্লাব যথোচিত মর্যাদায় দিনটি পালন করে।

পরলোকগমন

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের জামুয়ার গ্রাম পঞ্চায়েতের সি পি এমের প্রাক্তন প্রধান অনিলকুমার মুখার্জী (৭০) গত ১১ আগষ্ট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কৃষক আন্দোলনে দলের দুর্দিনের কর্মী ছিলেন অনিলবাবু। জরুরী অবস্থার সময় বহু কর্মীকে তাঁর গ্রামের বাড়ীতে আশ্রয় দেন।

ধুলিয়ানের ভাইস চেয়ারম্যানের টাকা চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১০ আগষ্ট বেলা ১১টা নাগাদ ধুলিয়ান পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান শিবশঙ্কর সিংহ রেশনের মালপত্র কেনার প্রয়োজনে স্থানীয় চারুচন্দ্র সাহার দোকানে যান। সেখানে মেমো লেখানোর সময় তাঁর টাকার ব্যাগটি পাশ থেকে চুরি হয়ে যায়। ব্যাগে নগদ পাঁচ হাজার টাকা ছাড়া এল আই সির ২৭০০ টাকার একটি চেক ও কিছু জরুরী কাগজপত্র ছিল। থানায় অভিযোগ জানানো হয়।

Wanted teacher Male / Female For Angels Academy (English Medium)

Raghunathganj, Ph. No-267671

গঙ্গা বক্ষে দীর্ঘতম সন্তরণ প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা : বিশ্বের দীর্ঘতম সন্তরণ প্রতিযোগিতা ২৮ আগষ্ট ভোরে আহিরণ থেকে শুরু হচ্ছে। বিভিন্ন রাজ্য থেকে ২৫ জন সাঁতারুর মধ্যে একজন মূক ও বধির বলে জানা যায়। ২৭ আগষ্ট সন্ধ্যায় রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে প্রতিযোগীদের সম্বর্দ্ধনায় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

এ্যাসোসিয়েশনের অভিযোগ (১ম পৃষ্ঠার পর)

দেখা যাচ্ছে সমতার অভাব ঘটছে মজুরী বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এবং জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের মজুরীর ফারাক বেড়ে দাঁড়াচ্ছে প্রায় পাঁচ টাকার মতো বলে এ্যাসোসিয়েশন দাবী করে। উভয় মার্চেন্টস এ্যাসোসিয়েশনের সিদ্ধান্ত ক্রমে সরকারী মজুরী বৃদ্ধির সমতার কার্যকরী রূপ দেখার জন্য ৩১ আগষ্ট '০৫ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে বলে অভিমত জানায়। রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, শ্রম দপ্তরের সচিব ও জেলা শ্রম দপ্তরের আধিকারিক ছাড়া সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নকে ৯ আগষ্টের চিঠির অনুলিপি দেয়া হয়েছে বলে জানা যায়।

প্রণববাবু ঘুরে গেলেন (১ম পৃষ্ঠার পর)

তফশিল জাতি উপজাতিদের সুযোগ দেবার জন্য আগামী বাজেটে টাকা বরাদ্দের কথাও প্রকাশ করেন। জঙ্গিপুর মহকুমা কংগ্রেস সভাপতি সেখ নিজামুদ্দিন বলেন, সাগরদীঘি তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পে যে লোক কাজ করছে তাতে কংগ্রেস সমর্থকদের নেওয়া হয় না। তাদের জমিও গেল, তারা কাজও পেল না বলে তাঁর অভিযোগ। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা মহঃ সোহরাব প্রণববাবুর প্রচেষ্টায় গঙ্গাপদ্মা ভাঙ্গন, বিড়ি শ্রমিকদের হাসপাতাল, পি এফ অফিস, আজিমগঞ্জ-জিয়াগঞ্জ রেললাইন, সাগরদীঘি এলাকায় ভাগীরথীর ভাঙ্গন রোধ বিষয়ে আলোচনা করেন। ডাঃ মানস ভুঁইয়া প্রণববাবুকে ভারতের বেকারদের কর্মসংস্থানের রূপকার বলে বর্ণনা করেন। এরপর তিনি রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের উমরপুরে আই এন টি ইউ সি দপ্তরে এক কর্মীসভা করেন। প্রদেশ সভাপতি পদে পুনঃ নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক জায়গায় প্রণববাবুকে সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়। এখানে মিঞাপুরে ফ্লাইওভার ও জঙ্গিপুর রেল ষ্টেশনে ইলেকট্রনিক্স টিকিট কাউন্টার নিয়ে কথা উঠলে প্রণববাবু বলেন রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে ফ্লাইওভার, টিকিট কাউন্টার ও প্ল্যাটফরম সংস্কারের যাবতীয় কাগজপত্র ও ব্লু প্রিন্ট জমা দেয়া হয়েছে। ফ্লাইওভারের মঞ্জুরও এ বছর হয়ে যাবে আশা করছি। ইলেকট্রনিক্স টিকিট কাউন্টার ও দুটো প্লাটফরমকে উঁচু করে সংস্কারের কাজের টাকা মঞ্জুর হয়ে আছে। ৫৫ কোটির জল প্রকল্প স্কীম নিয়েও আলোচনা হয়। উল্লেখ্য ২৮ আগষ্ট গঙ্গা বক্ষে দীর্ঘতম সন্তরণ প্রতিযোগিতার আগের দিন সন্ধ্যায় রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে প্রতিযোগীদের অনুষ্ঠানে প্রণববাবুকে থাকার জন্য একান্ত অনুরোধ করেন জঙ্গিপুর টাউন কংগ্রেস সভাপতি মুক্তিপ্রসাদ ধর। জঙ্গিপুর মহকুমা সার কমিটির পক্ষ থেকেও অনুষ্ঠানের সূচনায় এখানে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানিয়ে ফ্যাক্স পাঠানো হয়েছে বলে মুক্তি জানান। তবে অধীর চৌধুরীর পূর্ব নির্ধারিত অনুষ্ঠান-সূচী মতো প্রণববাবু ২৮ আগষ্ট সন্ধ্যায় বহরমপুরে সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করবেন বলে আগে থেকে ঠিক আছে।

লোভনীয় জায়গা বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ শহরের মধ্যস্থলে জনবসতিপূর্ণ এলাকার মধ্যে আনুমানিক ৬-৭ কাঠা জায়গা বিক্রী আছে। দালাল নহে। ফোন নম্বরসহ যোগাযোগ করুন।

(বক্স নং জঙ্গিপুর সংবাদ-২৭)

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।